সাতক্ষীরা জেলার অধিকার এর মানবাধিকার কর্মী শম্পা গোস্বামীকে হেনস্তা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২৩ অক্টোবর ২০১১ সাতক্ষীরা শহরের শহীদ কাজল স্মরনী রোডের লাবনীর মোড় এলাকায় অধিকার এর মানবাধিকার কর্মী এবং মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শম্পা গোস্বামী (৩২) কে তাঁর মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নাখোশ হয়ে দুর্বৃত্তরা লাঞ্ছিত করে এবং হুমকি দেয়।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- শম্পা গোস্বামী
- প্রত্যক্ষদর্শী
- অভিযুক্ত ব্যক্তি
- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
- প্রধান শিক্ষক, মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত)
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

শম্পা গোস্বামী, অধিকার এর মানবাধিকার কর্মী

শম্পা গোস্বামী অধিকারকে জানান, ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার বাকা গ্রামের জনৈক মহিলা (নীতিগত কারণে ভিক্টিমের নাম প্রকাশ করা হলো না) গণ-ধর্ষণের শিকার হন। অধিকার থেকে এ ঘটনার ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করার জন্য তাঁকে বলা হলে তিনি মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পাইকগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যান।

শম্পা গোস্বামী মহিলার কাছে ঘটনাটি জানতে চাইলে তিনি শম্পাকে বলেন, ধর্ষিত হয়েছেন বললে মানুষ তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখবে এবং সবাই তাঁকে একঘরে করে রাখতে পারে। সেই কারণে ঘটনাটি চেপে যাওয়ার জন্য শম্পা গোস্বামীকে তিনি অনুরোধ করেন। ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময় সুশান্ত কর নামে একজন ব্যক্তির সঙ্গে শম্পার পরিচয় হয়। শম্পা গোস্বামী ঐ মহিলাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এঘটনায় আইনের আশ্রয় নিলে তাঁর ভাল হবে। মহিলা তাঁকে বলেন, তিনি ভেবে চিন্তে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। শম্পা গোস্বামী যখন ঐ মহিলাকে তাঁর মোবাইল নম্বর বলছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত থাকা সুশান্ত করও নম্বরটি টুকে নেন। প্রায় একমাস পর ঐ মহিলা মোবাইল ফোনে শম্পাকে জানান, তিনি ধর্ষণের কথা উল্লেখ না করে শুধু যৌন হয়রানি হয়েছে বলে ঘটনায়

অভিযুক্ত হিসেবে সুশান্ত করের কয়েকজন আত্মীয়কে আসামী করে পাইকগাছা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। তারপর সুশান্ত কর তার আত্মীয়দের নাম ঐ মহিলার দায়ের করা মামলা থেকে বাদ দেয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে শম্পাকে কয়েক বার ফোন করেন।

শম্পা গোস্বামী সুশান্ত করকে জানান, যেহেতু বিয়ষটি ঐ মহিলার এবং যে মামলা হয়েছে তা নিষ্পত্তি করা একমাত্র আদালতের এখতিয়ার সুতরাং তিনি এখানে কিছুই করতে পারবেন না। তখন থেকেই সুশান্ত কর তাঁকে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে সুশান্ত কর তাঁকে হেনস্তা করার জন্য তাঁর গতিবিধি জানতে সোর্স নিয়োগ করে। শম্পার স্কুলের পাশের পূর্ব নারায়ণপুরের বাসিন্দা গাড়ী চালক সুভাস দের ছেলে এবং তাঁর প্রাক্তন ছাত্র সমীর দের (২৫) সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং শম্পার অগোচরে তাঁর সারাদিনের খোঁজখবর নিতে থাকে।

অধিকার থেকে পাঠানো কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দেয়ার জন্য শম্পা স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে গত ২৩ অক্টোবর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.০০টায় জেলা শহরে যান। অধিকার এর আরেকজন মানাবধিকার কর্মী সুকুমার দাশ বাচ্চুর জন্য তিনি শহীদ কাজল স্মরণী রোডে লাবনীর মোড়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এসময় সেখানে তাঁর পরিচিত নয়ন দাশ (৩৩) এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি এবং নয়ন দাশ লাবনীর মোড়ে সুচনা বেকারীতে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় ৪/৫ জন যুবক এসে তাঁর পাশের টেবিলে বসে এবং তাঁকে লক্ষ্য করে কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা বলতে থাকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হয় বাকা গ্রামের সুশান্ত কর এবং সমীর দে। তারা শম্পার চরিত্র খারাপ ইত্যাদি বলতে থাকে। তাদের কথাবার্তা শুনে নয়ন দাশ সেখান থেকে চলে যান এবং শম্পা সুচনা বেকারী থেকে বের হয়ে পুলিশকে ফোন করার জন্য মোবাইল ফোন হাতে নেন। তখন একজন পেছন থেকে এসে তাঁর মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। মোবাইলটি ফেরত চাইলেও তারা তাঁকে সেটি না দেয়ায় তিনি বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা দেন। তখন সমীর দে তাঁর কাছে এসে বলে বনানী মার্কেটের দুই তলায় তাদের বস বসা আছে, সেখানে গেলেই তাঁকে মোবাইল ফোনটি ফেরত দেয়া হবে। এতে তিনি রাজী না হওয়ায় রনিসহ কয়েকজন লোক এসে বলে যে, বনানী মার্কেটে না গেলে তাঁকে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং এটা বলেই তাঁর হাত ধরে টেনে নেয়ার চেষ্টা করে তারা। বনানী মার্কেটের ছাদে গিয়ে দেখতে পান দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ৮/১০ জন লোক নয়ন দাশকে ঘেরাও করে চেয়ারে বসে আছে। তাঁকেও দুর্বৃত্তরা জোর করে নয়নের পাশে চেয়ারে বসায় এবং কয়েকজন মিলে মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ছবি তোলে এবং বলে পাঁচ হাজার টাকা দিলে তাঁর মোবাইল ফোন ফেরত দেয়া হবে। টাকা না দিলে নয়ন দাশ ও তাঁর ছবি পত্রিকায় ছেপে দিয়ে বলা হবে, দুজনে অসামাজিক কাজের সময় হাতেনাতে ধরা হয়েছে। তখন শম্পা বলেন, তাঁর কাছে কোন টাকা নেই। এই হৈ হুল্লোড়ের সময় স্থানীয় এক সাংবাদিক ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন এবং শম্পা গোস্বামীকে সেখান থেকে উদ্ধার করে কালিগঞ্জের দিকে চলে যেতে সহযোগিতা করেন।সেই দিনই তিনি মোবাইল ফোনে কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেনের কাছে ঘটনাটি

জানান। শাহাদাৎ হোসেন তাঁকে বলেন, তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন, কালিগঞ্জে আসার পরে ব্যবস্থা নেবেন।

তিনি সেখান থেকে বাড়ী চলে যান এবং পুরো ঘটনাটি অধিকারকে ও সাতক্ষীরা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আসলাম খান এবং কালিগঞ্জ থানার ওসি রফিককে জানান।

অধিকার এর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বাদী হয়ে ২৫ নভেম্বর ২০১১ সাতক্ষীরা সদর থানায় সুশান্ত কর (ফটু), সমীর দে এবং রনিসহ অজ্ঞাতনামা ৮/১০ জনকে আসামী করে দ-বিধির ১৪৩/৩৪২/৩৭৯/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৭২; তারিখঃ ২৫/১১/২০১১। ঘটনার দুইদিন পরে সমীর দে তাঁর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে জানান, ১,৫০০ টাকা দিলে তাঁকে মোবাইল ফোনটি ফেরত দেয়া হবে। শম্পা এ বিষয়টি কালিগঞ্জ থানার ওসি রফিককে জানান এবং ওসি রফিকের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি কালিগঞ্জ ডাক বাংলোতে বসে থেকে সমীর দে কে মোবাইল ফোনটি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যেতে বলেন। সমীর দে মোবাইল ফোনটি নিয়ে ডাক বাংলোতে যায় এবং ১,৫০০টাকার বিনিময়ে শম্পা গোস্বামীকে মোবাইল ফোনটি ফেরত দেয়। এসময় পাশেই ওঁতপেতে থাকা কালিগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা সমীর দে কে গ্রেপ্তার করেন। পরে সাতক্ষীরা সদর থানার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুব আসামী সমীর দে কে জেল হাজতে পাঠান।

৩০ অক্টোবর ২০১১ সুশান্ত কর মোবাইল ফোনে তাঁকে বলেন যে, তিনি ভারতে অবস্থান করছেন এবং মামলার পরবর্তী তারিখ ৩ নভেম্বর ২০১১ তে যদি সমীর দে আদালত থেকে জামিন না পায়, তাহলে শম্পাকে সুশান্ত কর দেখে নেবেন বলে হুমকি দেয়। সমীরের পরিবারের পক্ষ থেকেও অপপ্রচারণা চালানো হয় যে, শম্পা গোস্বামী খারাপ চরিত্রের মহিলা। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন ও অন্যান্য সদস্যদেরকেও একই কথা বলা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাহাদাৎ হোসেন ৩ নভেম্বর ২০১১ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকেন এবং সমস্ত শিক্ষক ও অভিভাবকের সামনে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

৩ নভেম্বর ২০১১ দুপুরের দিকে সমীর দে আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে এসে এলাকার বখাটেদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে এবং ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেয় শম্পার ক্লাশে না যাওয়ার জন্য। ১১ নভেম্বর ২০১১ সমীর দে তার এক বন্ধুর মাধ্যমে শম্পাকে জানায়, শম্পা যদি মামলা তুলে না নেন তাহলে তাঁকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে সে ভারতে পালিয়ে যাবে।

হুমায়ন কবির, ম্যানেজার, সুচনা বেকারী, লাবনীর মোড়

হুমায়ন কবির অধিকারকে বলেন, ২৩ অক্টোবর ২০১১ দুপুরের দিকে একজন মহিলা তাঁর দোকানে এসে বসেন। সেখানে ঐ মহিলার পরিচিত একজন ছেলেও ছিল। কিছুক্ষণ পর ছাত্রলীগের সদস্য পরিচয়দানকারী ৭/৮ জন বখাটে ছেলে সেখানে আসে। বখাটে ছেলেগুলো উপস্থিত সেই মহিলা এবং ছেলেটিকে নিয়ে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকে। বখাটে ছেলেদের এ ব্যবহার দেখে তিনি সেখান থেকে সবাইকে চলে যেতে বললে সবাই বাইরে চলে যায়।

মিলন কুমার রায়, যুগ্ম সম্পাদক, সাতক্ষীরা জেলা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি, লাবনীর মোড়

মিলন কুমার রায় নিজেকে জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি পরিচয় দিয়ে অধিকারকে জানান, ২৩ অক্টোবর ২০১১ বিকেল আনুমানিক ৩.০০টায় কয়েকজন পূর্ব পরিচিত ছেলে তাঁর কাছে আসে এবং তাদের মধ্যে একজন সমীর তাঁকে বলেন, শম্পা গোস্বামী নামে এক মহিলা এবং নয়ন দাশ নামে এক লোক সুচনা বেকারীতে আছে। যাদের দুইজনকে অসামাজিক কাজের অভিযোগে বনানী মার্কেটের ছাদে নিয়ে বিচার করা হবে। তিনি তখন আরো কয়েকজন লোক নিয়ে বনানী মার্কেটের ছাদে যান এবং নয়ন ও শম্পা গোস্বামীকে ঘিরে ৭/৮ জন লোককে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেন। তিনি সবার কথা শুনে শম্পা গোস্বামী ও নয়ন দাশকে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেন।

মিলন ১১ নভেম্বর ২০১১ রাত ৯.৩৬টায় ০১৭২৫ ৩৫১৫৯৩ মোবাইল নম্বর থেকে অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকারী অফিসার কোরবান আলীকে ফোন করেন এবং বলেন, শম্পা গোস্বামীর দায়ের করা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুব তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, যে কোন সময় মিলনকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তিনি কোরবান আলীকে এই বলে হুমকি দেন যে, ১৩ নভেম্বর ২০১১ এর মধ্যে শম্পা গোস্বামী যদি ঘটনাটি মীমাংসা না করেন, তাহলে তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে যে কোনভাবে হোক শম্পা গোস্বামীর স্কুলের চাকুরী এবং অধিকার এর কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শম্পাকে উচিৎ শিক্ষা দিবেন। তিনি আরো বলেন, চেয়ারম্যান শাহাদাৎ হোসেনকে তিনি অনুরোধ করেছেন যাতে শম্পা গোস্বামীকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়।

সমীর দে, অভিযুক্ত ব্যক্তি

সমীর দে অধিকারকে বলেন, ২৩ অক্টোবর ২০১১ মিলন যখন শম্পা গোস্বামীকে বনানী মার্কেটের ছাদে নিয়ে যায়। তখন শম্পা গোস্বামীর মোবাইল ফোনটিও মিলন নিয়ে তার কাছে রাখে।

২৬ অক্টোবর ২০১১ মিলন তাকে মোবাইল ফোনে জানায় যে, ১৫০০ টাকা দিলেই শম্পা গোস্বামীর মোবাইল ফোনটি ফেরত দিবে। তিনি তখন শম্পা গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সকাল ১১.৩০ টার দিকে মিলন আরেকজন লোক নিয়ে মোটর সাইকেল যোগে মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আসলে সেও সেখানে উপস্থিত হয়। মিলন তখন তার মাধ্যমে শম্পা গোস্বামীর কাছে ১৫০০ টাকা চান। শম্পা গোস্বামীর কাছে এত টাকা না থাকায় তিনি ৫০০ টাকা দেন। এতে মিলন মোবাইল ফোনটি ফেরত না দিয়ে তার কাছে রেখে যায় এবং বাকী ১০০০ টাকা নিয়ে শম্পা গোস্বামীকে মোবাইল ফোনটি ফেরত দিতে বলে।

২৭ অক্টোবর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১.০০টায় শম্পা গোস্বামী তাঁকে ফোন করে বাকী ১০০০ টাকা দেয়ার জন্য কালিগঞ্জ ডাক বাংলোতে যেতে বলেন। তিনি সেখানে গেলে দুইজন পুলিশ সদস্য আসে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠায়। ৩ নভেম্বর ২০১১ তিনি আদালত থেকে জামিনে বের হয়ে আসেন।

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, সভাপতি, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ, মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কালিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাতক্ষীরা

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন অধিকারকে জানান, তিনি লোক মুখে শুনেছেন যে, ২৩ অক্টোবর ২০১১ স্কুল থেকে ছুটি না নিয়ে শম্পা গোস্বামী সাতক্ষীরা চলে গিয়েছিলেন এবং শম্পা গোস্বামী জেলা শহরে গিয়ে অনেক ছেলেদের সঙ্গে অবৈধ কাজ করেন। কিন্তু সংবাদটি সত্য কিনা তা তিনি জানেন না। তিনি নিজ উদ্যোগে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন এবং তদন্তে যদি শম্পা গোস্বামী দোষী হন তাহলে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেন, শম্পা গোস্বামীর চরিত্র ভাল নয়, ছাত্ররা শম্পা গোস্বামীর ক্লাশ বর্জন করবে বলে তিনি শুনেছেন এবং এটা ঘটলে তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুযায়ী তাঁকে চাকুরী থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করবেন।

আ.ফ.ম. লুতফর রহমান, প্রধান শিক্ষক, মোজাহার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

আ.ফ.ম. লুতফর রহমান অধিকারকে জানান, তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শম্পা গোস্বামী তাঁর প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ২৩ অক্টোবর ২০১১ ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়ে দুপুরের দিকে স্কুল থেকে শহরে যান। তিনি বলেন, শিক্ষক হিসেবে শম্পা গোস্বামীর বিরুদ্ধে কোন খারাপ অভিযোগ তাঁর কাছে নেই।

তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী অধিকারকে জানান, তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ.ফ.ম. লুতফর রহমান এর কাছে শুনেছেন যে শম্পা গোস্বামীকে হেনস্তা করার জন্য সাতক্ষীরা শহরের কয়েকজন ছাত্রলীগের ছেলে ও স্থানীয় কিছু লোক তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করে। এরপর শম্পা গোস্বামীর কাছে মোবাইল ফোন ফেরত দেয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকাও দাবী করা হয়। পরে শম্পা গোস্বামী মামলা করলে পুলিশ মোবাইল ফোনটি উদ্ধার এবং একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে যে আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সেই আসামী বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির প্রতিবেশী। যার ফলে সভাপতি নিজের উদ্যোগে তদন্ত কমিটি গঠন করে শম্পার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

তিনি অধিকারকে জানান, শম্পা গোস্বামীর বিষয়ে অন্যায় কিছু করা হলে তিনিও আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

মুখেশ চন্দ্র বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত), সাতক্ষীরা

মুখেশ চন্দ্র বিশ্বাস অধিকারকে জানান, স্কুলের শিক্ষক এবং মানবাধিকার কর্মী শম্পা গোস্বামীকে শহরের কিছু লোক হেনস্তা করার চেষ্টা করেছে বলে তিনি লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি শম্পা গোস্বামীকে নিরাপত্তা প্রদান এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে অধিকারকে জানান।

এসআই মাহবুব, সাতক্ষীরা সদর থানা, সাতক্ষীরা

এসআই মাহবুব জানান, অধিকারের কাজে যুক্ত থাকার করণে শম্পা গোস্বামীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। তিনি জানান, ২৫ অক্টোবর ২০১১ শম্পা গোস্বামীর দায়ের করা মামলাটিও

তিনি তদন্ত করছেন। মামলাটি তিনি তদন্ত করতে গিয়ে সমীর দে নামে একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেছেন। মামলার তদন্ত চলছে, বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। তবে মামলায় অভিযুক্ত সুশান্ত কর তাঁকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছে যে, তিনি ভারত চলে গেছেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান, পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা

মোঃ হাবিবুর রহমান খান অধিকারকে বলেন, শহরের কয়েকজন বখাটে ছেলে শম্পা গোস্বামীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে এবং চাঁদা দাবী করছে এই বিষয়টি জানতে পারেন এবং শম্পা গোস্বামী এই ব্যাপারে মামলা করার পর তিনি সদর থানা এবং কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিদের্শ দিয়েছেন, আসামীদের গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে। তিনি বলেন, একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অন্যদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।

এই ঘটনার পর গত ২ নভেম্বর ২০১১ অধিকার এর সাতক্ষীরা জেলার মানবাধিকার কর্মীরা একটি র‌্যালী বের করে সাতক্ষীরা শহর প্রদক্ষিণ করে পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসককে স্মারক লিপি দেয়। ১৫ নভেম্বর ২০১১ অধিকার ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তথ্যানুসন্ধানী দল সাতক্ষীরা যায় এবং শম্পা গোস্বামীর বিষয়ে পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কথা বলে তারা পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসককে অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে। জেলা প্রশাসক কালিগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর বিকেলে প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। ১৭ নভেম্বর ২০১১ অধিকার ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আরো একটি সংবাদ সম্মেলন করেন।

-সমাপ্ত-